ইসলামী ফুল-বাগিচা

লেভেল ঃ টু

অনুবাদ ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষকের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মনে সঠিক আকীদার বীজ বপন করা এবং তাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যাসী বানানো, যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা নিহিত আছে।

২। শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হন। এই জন্য তাঁর প্রত্যেক কর্মে নববী সুন্নাহর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। শিক্ষক হবেন গম্ভীর এবং বেশভূষায় সুন্দর।

৪। দ্বীনের আলেম নবীগণের ওয়ারেস হন। সুতরাং নিজের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা খেয়ালে রাখা আবশ্যক।

৫। শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োগ করা।

৬। শিক্ষক ছাত্রদের সাথে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় প্রশ্নোত্তর করবেন।

৭। শিক্ষক এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হবেন, যাতে ছাত্রদের কুরআন-তিলাঅত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি মুতাবেক হয়।

৮। ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস উজ্জ্বল করতে হবে, যাতে তারা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে, অতঃপর আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। তারা যেন অবসর-সময়কে এমন কাজে লাগায়, যা দ্বীন-দুনিয়ার কোন উপকারে লাগে।

৯। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ করবেন।

১০। কচিকাঁচা শিশুদেরকে এই উম্মতের বিশাল মূলধন মনে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

১১। কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির ভয় না ক'রে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভব হৃদয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য কতিপয় জরুরী পথ-নির্দেশনা

১। ছাত্ররা সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় যত্নবান থাকবে।

২। বই-পুস্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার উপরে অন্য কিছু রাখবে না।

৩। পানাহার ও দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করবে।

৪। তোমার সময় বড় অমূল্য ধন। সুতরাং শিক্ষা-অর্জনে সময়ানুবর্তী হও।

৫। ইসলামী আকার-আকৃতিকে নিজের প্রতীক বানাও। আর ফরয নামায যথাসময়ে জামাআত-সহকারে আদায় কর।

৬। শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাঁদের আনুগত্য করবে।

৭। শিক্ষক যে পাঠ পড়াবেন, সেটা ভালভাবে রপ্ত ও মুখস্থ ক'রে আসবে।

৮। মেহনত ও কষ্ট, আগ্রহ ও মনোনিবেশ এবং চেষ্টা ও প্রয়াসকে নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নাও। আর মনে রাখো যে, বিনা কষ্টে কেউই স্বনামধন্য হতে পারে না। পাথরকে শতবার কাটা-ঘষার পরেই তা মণি তৈরি হয়।

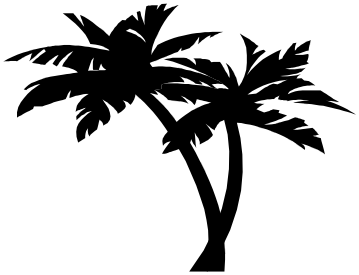

ফুলদানি--- ১
কুরআন কারীম

سورة الفيل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

سورة الهمزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)

سورة العصر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

سورة التكاثر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ (٢) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ (٨)

سورة القارعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)

سورة العاديات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (٥) إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)

ফুলদানি---২
হাদীস শরীফ

১। সহমর্মিতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ).

অর্থাৎ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

২। অত্যাচার ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

অর্থাৎ, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। *(বুখারী ২৪৪৭, মুসলিম ৬৭৪২নং)*

৩। লড়াই-ঝগড়া ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ).

অর্থাৎ, মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করা কুফরী। *(বুখারী ৪৮, মুসলিম ২৩০নং)*

৪। মান্যবরের আনুগত্য ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর কথা অমান্য ক'রে কারো কথা মানা যাবে না। (মান্যবরের) কেবল ভাল কথাই মানা যাবে। (বুখারী ৭২৫৭, মুসলিম ৪৮৭১নং)

৫। ভিতর-বাহির ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللهَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم).

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *(মুসলিম ৬৭০৮নং)*

৬। কোমলতা ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ).

অর্থাৎ, যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (মুসলিম ৬৭৬৩নং)

৭। শ্রদ্ধা ও স্নেহ ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(لَيس مِنا مَن لَم يَرحم صَغيرنَا ويُوقِر كَبيرنَا).

অর্থাৎ, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং বড়কে শ্রদ্ধা করে না। (তিরমিযী ১৯১৯নং)

৮। দ্বীন শিক্ষার মান ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا).

অর্থাৎ, দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিক্‌র ও তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস এবং শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী নয়। *(তিরমিযী ২৩২২, ইবনে মাজাহ ৪১১২নং)*

ফুলদানি---৩

আক্বীদা ও বিশ্বাস

(তাওহীদ)

১নং প্রশ্ন ঃ তোমার নবী কে?

উত্তর ঃ আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

২নং প্রশ্ন ঃ তোমার শত্রু কে?

উত্তর ঃ শয়তান ইবলীস।

৩নং প্রশ্ন ঃ দ্বীনের পর্যায়ক্রমিক ধাপ কী?

উত্তর ঃ ইসলাম, অতঃপর ঈমান, অতঃপর ইহসান।

৪নং প্রশ্ন ঃ দ্বীনের সর্বোচ্চ পর্যায় কী?

উত্তর ঃ ইহসান।

৫নং প্রশ্ন ঃ ইহসান কাকে বলে?

উত্তর ঃ (ইহসান হল এই যে,) তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। (বুখারী ৫০, মুসলিম ১০২নং)

৬নং প্রশ্ন ঃ ঈমানের রুকন কয়টি ও কী কী?

উত্তর ঃ ঈমানের রুকন ছয়টি।

(ক) আল্লাহর প্রতি ঈমান।

(খ) তাঁর ফিরিশ্‌তাসমূহের প্রতি ঈমান।

(গ) তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।

(ঘ) তাঁর রসূলসমূহের প্রতি ঈমান।

(ঙ) পরকালের প্রতি ঈমান।

(চ) তকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

ফুলদানি--- ৪

ফিক্বহ (ব্যবহারশাস্ত্র)

১নং প্রশ্ন ঃ তুমি কীভাবে নামায পড়বে?

উত্তর ঃ প্রথমে উযূ করব।

তারপর নামাযের জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াব।

তারপর যে নামায পড়ব, মনে তার নিয়ত করব।

তারপর দুই হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর তুলে তাহরীমার তকবীর দোব, 'আল্লাহু আকবার'।

তারপর বুকের উপর হাত বাঁধব। দৃষ্টি রাখব সিজদার জায়গায়।

তারপর ইস্তিফতাহর দুআ পড়ব।

তারপর যথানিয়মে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য একটি সূরা পড়ব।

তারপর দুই হাত তুলে তকবীর দিয়ে রুকূ করব।

রুকূতে পিঠ সমতল রেখে তিনবার বলব, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম'।

তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব এবং দুই হাত পূর্বের মত তুলব।

দাঁড়িয়ে বলব, 'রাব্বানা অলাকাল হাম্দ'।

তারপর তকবীর বলে সিজদায় যাব এবং দুই পায়ের শেষ প্রান্ত, দুই হাঁটু, দুই হাতের চেটো এবং নাক ও কপাল সব মিলিয়ে আট অঙ্গ নামাযের জায়গায় রেখে সিজদা করব।

সিজদায় তিনবার বলব, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'।

তারপর তকবীর বলে উঠে সোজা হয়ে বসে যাব।

বসা অবস্থায় বলব, 'আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী অহদিনী অআ-ফিনী অরযুক্বনী।'

তারপর তকবীর দিয়ে আবার সিজদায় যাব।

সিজদা থেকে উঠে হাল্কা একটু বসে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াব।

তারপর বুকের উপর হাত রেখে আবার যথা নিয়মে দ্বিতীয় রাকআত পড়ব।

দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসে 'তাশাহহুদ' পড়ব।

এই সময় দৃষ্টি রাখব তর্জনী আঙ্গুলের উপর।

নামায দু'রাকআতবিশিষ্ট হলে তাশাহহুদ ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরব, 'আস্সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ'। প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে।

নামায তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট হলে তাশাহহুদ পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে যাব এবং আগের মতো দুই হাত তুলব।

তারপর যথা নিয়মে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত পড়ার পর তাশাহহুদ ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরব।

ফুলদানি---৬
দুআ ও যিক্‌র

۞ সকাল ও সন্ধ্যার যিক্‌র

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيْراً، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(কুঃ ৩৩/৪০-৪১নং)*

১। সূরা “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” “কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক” এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস” সকাল সন্ধ্যায় তিনবার ক’রে পঠনীয়। যা প্রত্যেক জিনিসের মন্দ থেকে যথেষ্ট হবে। *(আবু দাঊদ, তিরমিযী)*

২। সকাল হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা অবিকা আমসাইনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকান নুশূর।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

সন্ধ্যা হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ إِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

এই দুআটি আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন। *(তিরমিযী ৫/৪৬৬)*

৩। بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরযি অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।

অর্থঃ- আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

এই দুআটি সন্ধ্যাকালে ৩ বার ক’রে পাঠ করলে কোন জিনিস ক্ষতি সাধতে পারে না। *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী ২/৩৩২)*

৪। أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআটি সন্ধ্যার সময় পড়লে ঐ রাতে কোন সাপ-বিছা ইত্যাদি কষ্ট দিতে পারে না। *(মুসলিম ৭০৫৫নং)*

ফুলদানি---৭

ইসলামী আদব

❁ সন্তানের অধিকার

১। সন্তানকে ঠিকভাবে ইসলামী তরবিয়ত দেওয়া।
২। তাদেরকে প্রয়োজনীয় খরচ-পথ্য দেওয়া।
৩। একাধিক সন্তানের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখা।

❁ আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার

১। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা।
২। তাদের জন্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার দরজা খোলা রাখা।
৩। প্রত্যেকের প্রতি যথা কর্তব্য পালন করা।

❁ প্রতিবেশীর অধিকার

১। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা।
২। তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া।
৩। তার সম্মান করা।
৪। তাকে প্রয়োজনে উপদেশ ও সুপরামর্শ দেওয়া।

❁ মুসলিমের অধিকার ঃ

১। মুসলিমের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা।
২। কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার প্রদর্শন না করা।
৩। বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ করা।
৪। কারো দোষ প্রচার না করা, পরচর্চা ও চুগলি না করা।
৫। তার প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।
৬। কাউকে কোন প্রকারের ধোঁকা না দেওয়া।
৭। প্রত্যেকের জন্য বক্ষ প্রশস্ত রাখা।
৮। প্রত্যেকের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া।